অর্থ বিভাগের বিধিগত
(Regulatory) সংস্কারের পথনির্দেশিকা
২০২৫-২৬

পাইলট উদ্যোগ:

সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য
পারিবারিক পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

Reform Initiative Ownership (RIO)

A Co-creation of 118th Senior Staff Course

Bangladesh Public Administration Training Centre
Managing Knowledge for Improved Performance

সবিনয় নিবেদন

ছাত্র-জনতার ঐতিহাসিক আন্দোলনের মাধ্যমে ফিরিয়ে পাওয়া রাষ্ট্রের মেরামত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অর্থ বিভাগেরও লেগেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। দীর্ঘ দিনের জড়তা ভাঙতে এবং আগামী দিনের স্বপ্ন পূরণে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। নাগরিকগণের জন্য উন্নত সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগ প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছে।

সকল পর্যায়ের অংশীজনদের সাথে মিথষ্ক্রিয়া ও মতবিনিময় করে প্রাপ্ত বহুমাত্রিক সংস্কার প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের অন্যতম Artifact হিসেবে নিজ দপ্তরের সংস্কার উদ্যোগকে এক জায়গায় কোডিফিকেশন করা হয়েছে (মডিউল ৬)। এছাড়াও পাইলটিং হিসেবে আগামী তিন মাসে বাস্তবায়নযোগ্য একটি উদ্যোগের কর্ম-পরিকল্পনা ডিজাইন করা হয়েছে (মডিউল ৭)।

এ কর্মপ্রয়াস ১১৮তম সিনিয়র স্টাফ কোর্সের Knowledge - Skills - Attitude (KSA) থিমের অধীনে গৃহীত নানামুখী উদ্ভাবনী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত একটি ফসল (output)। সময়াবদ্ধ সংস্কারের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

বিনীত

আ ফ ম ফজলে রাব্বী
যুগ্মসচিব, অর্থ বিভাগ

পার্ট ১ :
সংস্কারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ

- প্রেক্ষাপট
- বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র
- বর্তমান বাহ্যিক চিত্র

পার্ট ২ :
সংস্কার উদ্যোগসমূহ

- প্রাকটিস রিফর্ম
- প্রসেস রিফর্ম
- স্ট্রাকচারাল রিফর্ম
- পলিসি রিফর্ম

পার্ট ৩ :
একটি সংস্কার উদ্যোগ বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনা

- কোথায়, কখন, কীভাবে বাস্তবায়িত হবে
- উদ্যোগটি টেকসইকরণের কৌশল

প্রেক্ষাপট (Backgroud)

নাগরিক-প্রশাসন সম্পর্ক বর্তমানে একমুখী নয়; বরং এটি হয়ে উঠেছে অংশগ্রহণ ও জবাবদিহিমূলক। প্রযুক্তি ও সচেতনতার প্রসারে নাগরিকদের প্রত্যাশা যেমন বেড়েছে, তেমনি সরকারি সেবার গুণগত মান ও সময়োপযোগিতার বিষয়ে তারা এখন আরও বেশি সংবেদনশীল। সরকারি দপ্তরের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া ও সেবার মান নিয়ে প্রতিক্রিয়া প্রদানের মাধ্যমসমূহ এখন সুশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

অর্থ বিভাগ আর্থিক খাতে নীতিনির্ধারণী প্রতিষ্ঠান। এ বিভাগের বিধিগত (Regulatory) কার্যক্রম প্রবিধি অনুবিভাগের ওপর ন্যস্ত। একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য বিধিগত সংস্কার অপরিহার্য। সুশাসনভিত্তিক অর্থ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে অর্থ বিভাগ ধারাবাহিকভাবে বিধিগত সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। সরকারি ব্যয়ে দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করতে আর্থিক বিধি, প্রবিধান ও আদেশসমূহের নিয়মিত পর্যালোচনা ও যুগোপযোগীকরণ অত্যাবশ্যক। আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনতে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার এবং স্বয়ংক্রিয়তা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন। এ সকল কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে অর্থ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা সম্ভব

বর্তমান চিত্র (Current Context)

অর্থ বিভাগের বিধিগত সংস্কারের বর্তমান অভ্যন্তরীণ চিত্র একদিকে অগ্রগতি ও নতুনত্বের প্রতিফলন, আবার অন্যদিকে কিছু চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। একদিকে রয়েছে দক্ষ জনবল, প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা এবং নীতিগত সদিচ্ছা, যা সংস্কারকে এগিয়ে নেওয়ার ভিত্তি তৈরি করেছে। অন্যদিকে, সুসংগঠিত রোডম্যাপের অভাব ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সংস্কার বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করছে।

অর্থ বিভাগে একদিকে কিছু নতুন আইন ও নীতিমালা যেমন Public Debt Act ও Risk-Based Internal Audit Manual প্রণয়নের মাধ্যমে আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে, General Financial Rules, Treasury Rules ও Accounts Code-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ নির্বাহী আইনসমূহ যুগোপযোগী না হওয়ায় Public Moneys and Budget Management Act অনুযায়ী বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে বিধিগত কাঠামোতে এখনও সুস্পষ্ট অগ্রগতি অর্জিত হয়নি, যা সুশাসনভিত্তিক আর্থিক প্রশাসনের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। এই প্রেক্ষাপটে, সংস্কার কর্মপরিকল্পনায় অসমাপ্ত বিষয়গুলোর দ্রুত বাস্তবায়ন এবং উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে সমন্বিত, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর আইনগত কাঠামো গড়ে তোলা জরুরি।

অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের SWOT Analysis

অর্থ বিভাগের প্রবিধি অনুবিভাগের SWOT বিশ্লেষণ তার বর্তমান সক্ষমতা ও অগ্রগতির উপর স্পষ্ট ধারণা দেয়। এর শক্তি (Strengths) হলো প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা, দক্ষ মানবসম্পদ, এবং বিদ্যমান বিধিমালা ও নীতিমালার সুস্পষ্ট ধারণা। এ অনুবিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ডিজিটাল রূপান্তরের প্রতি সহায়ক মনোভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক নথিপত্র সংরক্ষণের একটি সুসংহত সংস্কৃতি রয়েছে। দুর্বলতা (Weaknesses) হিসেবে উল্লেখযোগ্য হলো বিদ্যমান আইন ও প্রবিধানের জটিলতা, যা নিয়ম প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা সৃষ্টি করে। প্রযুক্তিনির্ভর সক্ষমতা ও অটোমেশনের সীমাবদ্ধতা, তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রভাব মূল্যায়নে দক্ষতার অভাব, এবং পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। এ অনুবিভাগের সুযোগ (Opportunities) হিসেবে সরকারি সেবায় জবাবদিহিতা, আইনগত কাঠামো হালনাগাদ, ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের সম্ভাবনা রয়েছে। চ্যালেঞ্জ (Threats) হিসেবে, নীতিনির্ধারকদের সম্পৃক্ততা, প্রযুক্তি গ্রহণে ধীরগতি, প্রচলিত মানসিকতা ও প্রতিরোধমূলক সংস্কৃতি, নিয়মিত আপডেটের অভাব এবং অংশীজনদের মধ্যে সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে দ্রুত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন।

১. প্র্যাকটিস রিফর্ম

১.১ সরকারি পেনশন টেকসইকরণের লক্ষ্যে Defined Contribution (DC) Scheme চালুকরণ

প্রেক্ষাপট:

সরকারি পেনশন ব্যবস্থাকে টেকসই করতে কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পেনশন খাতে জিডিপির ০.৫৬% বরাদ্দ প্রদান করা হয়। IMF এর প্রাক্কলন অনুসারে, ২০৫০ সাল নাগাদ পেনশন খাতে জিডিপির ১.৮১% ব্যয় হবে। প্রচলিত Defined Benefit (DB) পদ্ধতির পরিবর্তে DC পদ্ধতিতে কর্মচারীর অংশগ্রহণে চালুকৃত পেনশন তহবিল রাষ্ট্রের জন্য দীর্ঘমেয়াদে কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে।

উদ্দেশ্য:

সরকারি পেনশন ব্যবস্থায় কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে একে অধিকতর টেকসই ও পূর্বানুমানযোগ্য করা।

ফলাফল:

কর্মচারীদের অংশগ্রহণে একটি টেকসই, স্বচ্ছ ও স্থিতিশীল পেনশন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদণ্ড:

Defined Contribution স্কিমের আওতায় কর্মচারীদের অংশগ্রহণে পেনশন চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ

বাস্তবায়ন সময়কাল: ০১ জুলাই/২০২৭ হতে

১.২ প্রবিধি অনুবিভাগের সংকলন/ই-বুক প্রকাশ

প্রেক্ষাপট:

আর্থিক প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রযোজ্য বিধি-বিধান সহজপ্রাপ্য করা অপরিহার্য। প্রবিধি অনুবিভাগের আওতাধীন সকল আইন, বিধিমালা, নীতিমালা, পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ও আদেশসমূহ সমন্বিতভাবে একটি সংকলন বা ই-বুক আকারে প্রকাশ করা হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, গবেষক ও সাধারণ নাগরিকগণ সরাসরি উপকৃত হবেন

উদ্দেশ্য:

বিদ্যমান সকল আইন/বিধিমালা/নীতিমালা/পরিপত্র/প্রজ্ঞাপন/আদেশ সহজপ্রাপ্য করা।

ফলাফল:

প্রয়োজনীয় তথ্য দ্রুত ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে, প্রশাসনিক কাজের গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদণ্ড:

সংকলন/ই-বুক প্রকাশ।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত ০৩ মাস।

১.৩ অধস্তন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন

প্রেক্ষাপট:

পেনশন, আনুতোষিক ও আর্থিক প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট আবেদনসমূহের কার্যকর, স্বচ্ছ ও সময়োপযোগী নিষ্পত্তি প্রশাসনিক দক্ষতার গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। বর্তমানে অর্থ বিভাগে অধস্তন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের সাথে পেনশন/ আনুতোষিক/ আর্থিক প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট আবেদন নিষ্পত্তি সংক্রান্ত ফলো-আপ সভা আয়োজন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

পেনশন, আনুতোষিক ও আর্থিক প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট আবেদনসমূহের নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া দ্রুত, স্বচ্ছ ও কার্যকর করা।

ফলাফল:

প্রস্তাব নিষ্পত্তির সময় কমে আসবে, প্রশাসনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং সেবার মান উন্নত হবে।

পাইলটিং:

সিজিএ কার্যালয়।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদণ্ড:

আয়োজিত সভার সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে অক্টোবর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০১ মাস।

১.৪ নলেজ আর্কাইভিং সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রেক্ষাপট:

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও পেশাগত উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আদান-প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অর্থ বিভাগের অধীন ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইনান্স (আইপিএফ)-এর মতো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে, যেখানে বিদগ্ধ প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন, তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান সঠিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংরক্ষণ ও স্থানান্তর করা অতীব প্রয়োজনীয়।

উদ্দেশ্য:

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্তর্নিহিত (Tacit) জ্ঞানকে সংরক্ষণ করা।

ফলাফল:

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অন্তর্নিহিত জ্ঞান সঠিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সংরক্ষণ।

পাইলটিং:

ইন্সটিটিউট অব পাবলিক ফাইনান্স (আইপিএফ)।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদন্ড:

আয়োজিত নলেজ শেয়ারিং সেশন বা ওয়ার্কশপের সংখ্যা।

দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস।

২. প্রসেস রিফর্ম

২.১ অনলাইনে পেনশন আবেদন গ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ

প্রেক্ষাপট:

পেনশন ব্যবস্থার সহজীকরণ ও ডিজিটাল রূপান্তরের অংশ হিসেবে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা গেলে এ সেবা দ্রুত, স্বচ্ছ ও ভোগান্তিমুক্ত হবে। সরকারি কর্মচারীদের ছুটি ও দন্ড ব্যবস্থাপনা, ELPC এবং অনাপত্তিপত্রসমূহ (NOC) অনলাইনে প্রবর্তন করা হলে পেনশন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পাওয়া যাবে এবং যাচাই প্রক্রিয়া সহজতর হবে।

উদ্দেশ্য:

সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে API ভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদান নিশ্চিতকরণ করা গেলে অনলাইনে পেনশন আবেদন গ্রহণ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করা সম্ভব হবে।

ফলাফল:

পেনশন মঞ্জুরিতে সময় ও প্রশাসনিক জটিলতা কমবে।

পাইলটিং:

সিএএফও, অর্থ মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে API সংযোগ সংখ্যা, অনলাইনে সেবা চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে সেপ্টেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত ০১ বছর।

২.২ প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ

প্রেক্ষাপট:

পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ অনুযায়ী, সরকারি কর্মচারীকে তার প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে বলা হয়েছে, তবে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির অভাবে পারিবারিক পেনশন প্রদান সম্ভব হচ্ছে না। iBAS++ প্ল্যাটফর্মে প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা গেলে মৃত সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন প্রদান করা সহজ হবে।

উদ্দেশ্য:

সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য iBAS++ প্ল্যাটফর্মে সংরক্ষণের মাধ্যমে অবহিতকরণ প্রক্রিয়া সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর করা।

ফলাফল:

প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রদান সহজ হবে, যা তাদের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

পাইলটিং:

সিএএফও, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা।

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর ও পিআইবি

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে মার্চ/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস।

২.৩ iBAS++ এর মাধ্যমে আনুতোষিকের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন প্রদান

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুতে তার মনোনীত উত্তরাধিকারীকে আনুতোষিক প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া। ১৯৫৯ সালের স্মারকে ফরম-A (একজন মনোনীত উত্তরাধিকারীর জন্য) ও ফরম-B (একাধিক মনোনীত উত্তরাধিকারীর জন্য) পূরণের নির্দেশনা থাকলেও উত্তরাধিকারী মনোনয়ন প্রদানের কোন ব্যবস্থা চালু হয়নি। এজন্য iBAS++ প্ল্যাটফর্মে ফরম পূরণ ও মনোনয়ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর আনুতোষিক প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের প্রক্রিয়া সহজ করা।

ফলাফল:

iBAS++ প্ল্যাটফর্মে ফরম-A ও ফরম-B পূরণ এবং মনোনয়ন সংরক্ষণের মাধ্যমে আনুতোষিক প্রদান।

পাইলটিং:

সিএএফও, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদন্ড:

উত্তরাধিকারী মনোনয়ন প্রদানকৃত সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা।

দায়িত্ব: তথ্য অধিদফতর

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত ০৪ মাস।

২.৪ অনলাইনে ELPC ইস্যুকরণ

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীদের পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণে Expected Last Pay Certificate (ELPC) ইস্যুকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনলাইনে ELPC ইস্যু করার জন্য হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে API-ভিত্তিক তথ্য আদান-প্রদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

ELPC ইস্যু প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়, নির্ভুল ও সময়সাশ্রয়ীকরণ, যা পেনশন ব্যবস্থাপনার মান উন্নয়নে সহায়ক হবে।

ফলাফল:

পেনশন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

পাইলটিং:

সিএএফও, অর্থ মন্ত্রণালয়।

সহযোগিতায়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে API সংযোগ সংখ্যা, অনলাইনে ELPC ইস্যুর সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

২.৫ AI-নির্ভর ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং মডেলের মাধ্যমে জিপিএফ এর বার্ষিক মুনাফার হার নির্ধারণ

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীদের সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এর মুনাফার হার নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) নির্ভর ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং মডেল চালু করা প্রয়োজন। এটি অর্থনৈতিক সূচক, সুদের হার এবং পূর্ববর্তী প্রবণতা বিশ্লেষণ করে মুনাফার যৌক্তিক পূর্বাভাস প্রদান করবে, ফলে মুনাফার হার নির্ধারণ আরও স্বচ্ছ ও বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

উদ্দেশ্য:

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) এর মুনাফার হার নির্ধারণে নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

তহবিল ব্যবস্থাপনায় কার্যকারিতা বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মচারীদের ন্যায্য আর্থিক সুবিধা নিশ্চিত হবে।

পাইলটিং:

সিএএফও, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট।

সহযোগিতায়:

বাংলাদেশ ব্যাংক, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তর, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সাথে API সংযোগ সংখ্যা, AI-নির্ভর ফাইন্যান্সিয়াল প্রোগ্রামিং মডেল চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

২.৬ জিপিএফ-এর অগ্রিম উত্তোলনের পদ্ধতি অটোমেশন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীদের জিপিএফ ব্যবস্থাপনায় আধুনিকায়ন জরুরি। বর্তমানে ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া জটিল ও সময়সাপেক্ষ। iBAS++ এর মাধ্যমে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে জিপিএফ-এর জমার উপর মুনাফা প্রদান ও অগ্রিম উত্তোলনের পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় হলে সেবা সহজ হবে, এতে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কর্মচারীদের সঞ্চয়ের সুরক্ষা নিশ্চিত হবে।

উদ্দেশ্য:

জিপিএফ ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া পরিবর্তন করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অটোমেশন বাস্তবায়ন করা।

ফলাফল:

সেবার সহজীকরণ, সময় সাশ্রয়, হয়রানিমুক্ত সেবা প্রদান।

পাইলটিং:

সিএএফও, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

অনলাইনে সেবা চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

২.৭ সরকারি কর্মচারীদের শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রদান পদ্ধতি অটোমেশন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীদের শারীরিক ও মানসিক শ্রান্তি দূর করে কর্মদক্ষতা বাড়াতে শ্রান্তি বিনোদন ছুটি ও ভাতা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। প্রতি তিন বছর পরপর এই সুবিধার জন্য আবেদন করতে হয়। নির্ধারিত সময়ের পর আবেদন করলে ছুটি ও ভাতা প্রাপ্তি বিলম্বিত হয়, ফলে কর্মচারীরা সময়মতো বিশ্রাম ও আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন।

উদ্দেশ্য:

শ্রান্তি ভাতা প্রদান প্রক্রিয়া অটোমেশন ও যথাসময়ে শ্রান্তি বিনোদন ভাতার প্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

সরকারি কর্মচারীগণ যথাসময়ে শ্রান্তি বিনোদন ভাতা প্রাপ্ত হবেন।

পাইলটিং:

সিএএফও, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

অনলাইনে সেবা চালুকরণ।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

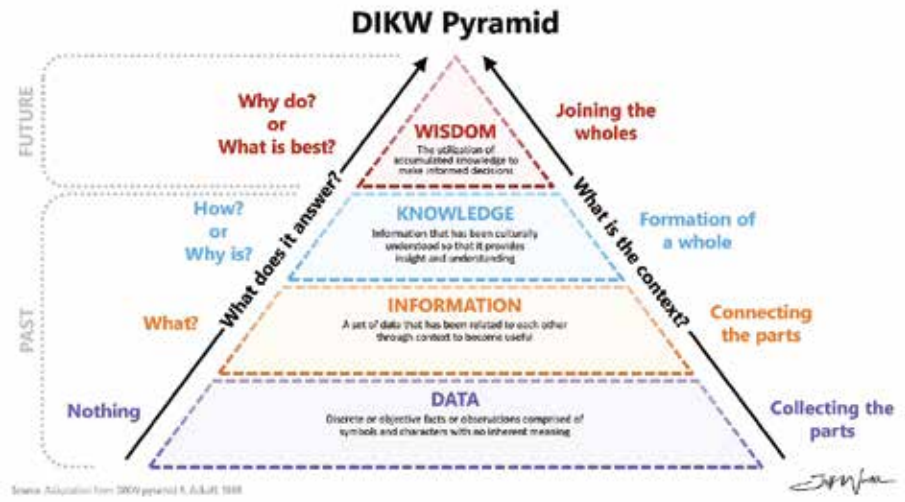

৩. স্ট্রাকচারাল রিফর্ম

৩.১ অর্থ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকায় অতিক্রমণ (Overlapping) সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের কার্যবন্টন তালিকায় প্রবিধি ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের মধ্যে ভাতা সংক্রান্ত বিষয়ে এবং প্রবিধি ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের মধ্যে বকেয়া প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে কাজের অতিক্রমণ (Overlap) রয়েছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য কার্যবন্টন সুনির্দিষ্ট করা প্রয়োজন, যাতে প্রতিটি অনুবিভাগ নির্ধারিত কাজটি সঠিকভাবে এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে

উদ্দেশ্য:

প্রতিটি অনুবিভাগের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে কাজের অতিক্রমণ দূর করা এবং দক্ষতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা।

ফলাফল:

দ্বৈততা হ্রাস পেয়ে অনুবিভাগসমূহের কার্যসম্পাদনে গতি, স্বচ্ছতা ও সমন্বয় নিশ্চিত হবে।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি, বাস্তবায়ন এবং ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

অতিক্রমণ (Overlap) সংখ্যা হ্রাস।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস

৩.২ বিভিন্ন অনুবিভাগের কাজের সমন্বয় সাধন

প্রেক্ষাপট:

অর্থ বিভাগের প্রবিধি ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রবিধি অনুবিভাগ সরকারি প্রতিষ্ঠানের এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ স্বায়ত্তশাসিত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের পেনশন, আনুতোষিক, জিপিএফ, সিপিএফ, সম্মানী, ভাতাসহ বিভিন্ন আর্থিক সুবিধাদি বিষয়ে মতামত প্রদান করে থাকে। উভয় অনুবিভাগের কাজের সুসমন্বয় ও ধারাবাহিকতা বজায় না থাকলে আর্থিক শৃঙ্খলা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা

উদ্দেশ্য:

সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সরকারি আর্থিক সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা বজায় থাকবে।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান অনুবিভাগ।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

আয়োজিত সভার সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস

৩.৩ বিধি-বিধান সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের লক্ষ্যে কল সেন্টার স্থাপন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারী ও তাদের উত্তরাধিকারীদের পেনশন, আনুতোষিক ও সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিধি-বিধান সম্পর্কে সঠিক ও দ্রুত তথ্য পৌঁছে দিতে অধস্তন দপ্তরে কল সেন্টার স্থাপন করা প্রয়োজন। এই কল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া, নিয়মাবলি ও প্রয়োজনীয় তথ্যসেবা সরাসরি প্রদান করা সম্ভব হবে, যা জনসাধারণের জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সহজ সমাধান নিশ্চিত করবে।

উদ্দেশ্য:

সরকারি পেনশন ও আর্থিক সেবা বিষয়ে নির্ভরযোগ্য, সহজলভ্য ও তাৎক্ষণিক তথ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

ফলাফল:

তথ্যপ্রাপ্তির স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, সেবা প্রদান আরও দ্রুত, জবাবদিহিমূলক ও জনবান্ধব হবে।

পাইলটিং:

সিএএফও, পেনশন ও ফান্ড ম্যানেজমেন্ট।

সহযোগিতায়:

প্রবিধি অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

কল সেন্টার স্থাপনের সংখ্যা, কল সেন্টারের মাধ্যমে তথ্য প্রদানের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস

৩.৪ সেবা গ্রহণের ফিডব্যাক সংগ্রহ

প্রেক্ষাপট:

সেবা উন্নয়নের জন্য ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য একটি অনলাইন ফিডব্যাক ফর্মে ব্যবহারকারীকে সেবা গ্রহণের ধরন, তাদের সন্তুষ্টির মাত্রা এবং সেবায় যেসব উন্নতির প্রয়োজন সে সম্পর্কিত প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি ও জনসাধারণের প্রত্যাশা পূরণে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হবে।

উদ্দেশ্য:

অর্থ বিভাগের সেবার মান উন্নয়নের জন্য ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত সংগ্রহ করা।

ফলাফল:

প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেবা প্রদানে উন্নয়ন সাধন করে জনগণের সন্তুষ্টি ও প্রত্যাশা পূরণ।

পাইলটিং:

প্রশাসন অনুবিভাগ।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদন্ড:

অনলাইন ফিডব্যাক ব্যবস্থাপনা চালু, প্রাপ্ত ফিডব্যাক সংখ্যা, প্রাপ্ত ফিডব্যাকের আলোকে গৃহীত পরিবর্তনের সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস

৩.৫ Regulatory drafting Talent Pool গঠন

প্রেক্ষাপট:

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ কর্তৃক নতুন আইন, বিধি বা প্রবিধান প্রণয়নের সময় অর্থ বিভাগের অর্থনৈতিক প্রভাব বিশ্লেষণ করে যথাযথ মতামত প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াকে ফলপ্রসূ করতে অর্থ বিভাগের মধ্যে একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন করা প্রয়োজন, যারা নতুন আইন, বিধি প্রণয়ণের ফলে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করবে

উদ্দেশ্য:

আইন/বিধি/প্রবিধান প্রণয়নে অর্থনৈতিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ দল গঠন।

ফলাফল:

প্রস্তাবিত আইন/বিধি/প্রবিধান প্রণয়নে অর্থনৈতিক প্রভাব দ্রুত ও নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করা যাবে।

পাইলটিং:

প্রবিধি অনুবিভাগ।

সহযোগিতায়:

অর্থ বিভাগের অন্যান্য অনুবিভাগ, অধস্তন দপ্তরসমূহ এবং SPFMS কর্মসূচী

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রশাসন অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে নভেম্বর/২০২৫ পর্যন্ত পরবর্তী ০৩ মাস

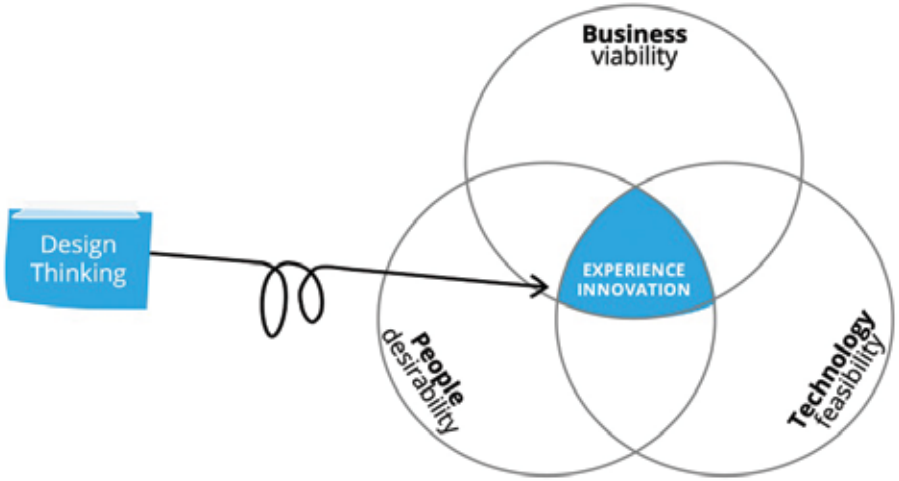

৪. পলিসি রিফর্ম

৪.১ General Financial Rules, Treasury Rules and Subsidiary Rules এবং Fundamental Rules & Supplementary Rules এর খসড়া প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান বিশেষ নির্বাহী আইনসমূহের আধুনিকায়ন প্রয়োজন। বিদ্যমান General Financial Rules ও Treasury Rules and Subsidiary Rules সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে এবং Fundamental Rules and Supplementary Rules ১৯৬৪ সালে পরিমার্জন করা হয়।

উদ্দেশ্য:

General Financial Rules, Treasury Rules and Subsidiary Rules এবং Fundamental Rules and Supplementary Rules -কে যুগোপযোগী করে আধুনিক অর্থ ব্যবস্থাপনার সাথে সঙ্গতি রেখে খসড়া প্রণয়ন করা।

ফলাফল:

সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রস্তাবিত বিধিমালা প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রণয়নকৃত খসড়া বিধিমালা।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৪.২ iBAS++ বাস্তবায়নের পরিপ্রেক্ষিতে সম্পাদিত ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ নির্বাহী আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

iBAS++ চালুর মাধ্যমে সরকারি আর্থিক লেনদেনের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং রিয়েলটাইম তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিত হয়েছে। এই প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার ফলে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যেমন: চেকের পরিবর্তে ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার ইত্যাদি। বিশেষ নির্বাহী আইনসমূহ সংশোধন না করে পরিবর্তন সম্পাদিত হওয়ায় বিদ্যমান পরিস্থিতিতে আইনের অসামঞ্জস্যপূর্ণ অংশটুকু সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া

উদ্দেশ্য:

iBAS++-এর ইতিবাচক পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিশেষ নির্বাহী আইনসমূহ হালনাগাদ করা।

ফলাফল:

iBAS++-এর প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রমের জন্য একটি সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী আইনগত ভিত্তি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রণয়নকৃত বিশেষ নির্বাহী আইনের খসড়া।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৪.৩ অনলাইনে পেনশন আবেদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য নির্বাহী আইন ও আদেশ সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রণয়ন

প্রেক্ষাপট:

প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল রূপান্তর প্রয়োজন। অনলাইনে আবেদন গ্রহণ, তথ্য যাচাই এবং পেনশন অনুমোদনের স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া চালুর জন্য বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) ২৪১-৫০৫, General Financial Rules ৯৮-১০১, Treasury Rules and Subsidiary Rules ২৭৭-২৮২, পেনশন সহজীকরণ আদেশ অনুচ্ছেদ ২.০৪-২.১৪ ও ৪.০১-৪.১৪-এর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রণয়ন প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

সরকারি কর্মচারীদের পেনশন ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষ নির্বাহী আইনসমূহ ও আদেশের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রণয়ন করা।

ফলাফল:

পেনশন সেবায় সেবা গ্রহীতাদের সন্তুষ্টি বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইনগত ভিত্তি প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রণয়নকৃত বিশেষ নির্বাহী আইন ও আদেশের খসড়া।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৪.৪ জিপিএফ হতে অগ্রিম উত্তোলন পদ্ধতি অটোমেশনের লক্ষ্যে বিধিমালা সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল (জিপিএফ) থেকে অগ্রিম গ্রহণ সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক সুবিধা, তবে বর্তমান প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ এবং সেবাগ্রহীতাবান্ধব নয়। অগ্রিম উত্তোলনের পদ্ধতি স্বয়ংক্রিয় ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ এর ১৩ ও ১৪ নং বিধি সংশোধনের খসড়া প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

জিপিএফ অগ্রিম উত্তোলন প্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় ও প্রযুক্তিনির্ভর করার লক্ষ্যে বিধিমালার সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধনের নিমিত্ত খসড়া প্রণয়ন করা।

ফলাফল:

সাধারণ ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ১৯৭৯ সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধন করা সম্ভব হবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রণয়নকৃত বিধিমালার খসড়া।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৪.৫ পেনশন আবেদনে ডকুমেন্টের সংখ্যা কমানোর লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশ সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

পেনশন আবেদন প্রক্রিয়া সহজীকরণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সংখ্যা কমানো। বর্তমানে সরকারি কর্মচারীগণের নিজের পেনশন আবেদনের ক্ষেত্রে ১০ ধরণের এবং পারিবারিক পেনশনের ক্ষেত্রে ১৩ ধরণের কাগজপত্র জমা দিতে হয়। এ সকল কাগজপত্র একাধিক দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হয় যা সময়সাপেক্ষ ও ভোগান্তিকর।

উদ্দেশ্য:

প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টের সংখ্যা সীমিত করা হলে পেনশন আবেদন প্রক্রিয়া দ্রুততর, স্বচ্ছ এবং নাগরিকবান্ধব হবে।

ফলাফল:

পেনশন নিষ্পত্তির গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

হালনাগাদকৃত আদেশ, হ্রাসকৃত ডকুমেন্ট সংখ্যা।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৪.৬ প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পারিবারিক পেনশন প্রদান সহজীকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট আদেশ সংশোধন

প্রেক্ষাপট:

সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিতকরণের পদ্ধতি না থাকায় এবং সময়মতো নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত না করায় সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন প্রদান করা সম্ভব হয় না। প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন সহজীকরণের লক্ষ্যে পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এর সংশ্লিষ্ট আদেশ সংশোধন করা প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য:

পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এর সংশ্লিষ্ট অংশটুকু সংশোধন করা হলে প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পারিবারিক পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া সহজ হবে

ফলাফল:

পেনশন নিষ্পত্তির গতি ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

সহযোগিতায়:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, অর্থ বিভাগের অন্যান্য সকল অনুবিভাগ, অর্থ বিভাগের অধস্তন দপ্তরসমূহ, বিজিপ্রেস এবং SPFMS কর্মসূচী।

মূল্যায়ন মানদন্ড:

প্রণয়নকৃত আদেশের খসড়া।

মূল দায়িত্ব: প্রবিধি অনুবিভাগ

বাস্তবায়ন সময়কাল: সেপ্টেম্বর/২০২৫ হতে ফেব্রুয়ারি/২০২৬ পর্যন্ত ০৬ মাস

৫. অন্যান্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগসমূহ

৫.১ অর্থ বিভাগের বিধিগত সংস্কারের পথনির্দেশিকার বিষয়ে অর্থ বিভাগ ও অধস্তন দপ্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে ০১ দিনের অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন

৫.২ অর্থ বিভাগের বিধিগত সংস্কারের পথনির্দেশিকায় গৃহীত সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার আলোকে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন।

৫.৩ সংস্কার প্রস্তাব বাস্তবায়নের নিমিত্ত অর্থ বিভাগে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক সভা এবং স্টিয়ারিং কমিটির মাসিক সভায় আলোচনা।

উপসংহার

স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করতে অর্থ বিভাগের বিধিগত সংস্কার (Regulatory Reform) অপরিহার্য। পুরনো বিধি ও প্রবিধান পর্যালোচনা ও সংশোধন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও অটোমেশন ব্যবহার, এবং কার্যপ্রবাহ সহজীকরণের মাধ্যমে বিভাগের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

পলিসি রিফর্মের মাধ্যমে বিদ্যমান নীতিমালাগুলো আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যাবে। প্রসেস রিফর্মের মাধ্যমে অপ্রাসঙ্গিক কার্যপ্রবাহ দূর করা এবং প্র্যাকটিস রিফর্মের মাধ্যমে সঠিক কার্যধারা বাস্তবায়িত হবে। স্ট্রাকচারাল রিফর্মের মাধ্যমে কার্যবন্টন তালিকার অতিক্রমণ দূর করা, আন্তঃঅনুবিভাগ সমন্বয় প্রতিষ্ঠা এবং সেবাগ্রহীতাদের মতামত সংগ্রহের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন করা যাবে।

এই সমন্বিত রিফর্ম দেশের আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল ও নাগরিকবান্ধব করবে, যা দেশের উন্নয়ন ও সুশাসনের পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে সফল বাস্তবায়নের জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দক্ষ নেতৃত্ব ও নাগরিক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন হবে।

পাইলট উদ্যোগ:
সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পারিবারিক পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ

সেপ্টেম্বর - ডিসেম্বর ২০২৫

নির্বাহী সারসংক্ষেপ (Executive Summary)

বাংলাদেশের প্রায় ২০.৮৩ লক্ষ সরকারি কর্মচারী ও পেনশনার পরিবারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশের সদস্য হিসেবে প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে। কিন্তু বিদ্যমান পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর মধ্যে অসামঞ্জস্য এবং অবহিতকরণের ঘাটতির কারণে অনেক প্রতিবন্ধী সন্তান বৈধ পারিবারিক পেনশন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। নীতিগতভাবে (Policy) সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানের সামঞ্জস্য বিধান ও প্রতিবন্ধী সন্তানের আজীবন আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি। প্রক্রিয়াগতভাবে (Process) iBAS++ প্ল্যাটফর্মে তথ্য প্রদান ও যাচাই ব্যবস্থা চালু করা আবশ্যক। প্রয়োগিক (Practice) ক্ষেত্রে হিসাবরক্ষণ অফিসসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মধ্যে তথ্য-সমন্বয় চালু করা উচিত। সাংগাঠনিক (Structural) সংস্কার হিসেবে অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মধ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় জরুরি। এ উদ্যোগের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের প্রতিবন্ধী সন্তান সহজে পারিবারিক পেনশনের আওতায় আসবে, যা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

১. গভর্নেন্স সমস্যার বর্ণনা (Problem Identification):

সমস্যার কারণ:

- পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এর ধারা ৩.০৩(ক)(২)-এ বলা হয়েছে প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে, কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট কোনো ফরম্যাট বা পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়নি।
- উক্ত আদেশের ৩.০৩ (ক)(৬) অনুচ্ছেদে একবার বন্ধ হওয়া পারিবারিক পেনশন পুনরায় চালুর কোনো বিধান নেই।ফলে, যদি প্রতিবন্ধীতার দাবি পরে জানানো হয়, তা গ্রহণযোগ্য হয় না।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ - ১২ ধরনের প্রতিবন্ধীতা স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু পেনশন সহজীকরণ আদেশে কেবল দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা অন্যান্য বৈধ প্রতিবন্ধীতাকে উপেক্ষা করে।

ফলাফল:

- সুনির্দিষ্ট অবহিতকরণের পদ্ধতি না থাকায় সময়মতো তথ্য না দেওয়ায় অনেক প্রতিবন্ধী সন্তান পারিবারিক পেনশন থেকে বঞ্চিত।
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এর ৩ ধারায় স্বীকৃত ১২ ধরনের প্রতিবন্ধীতার মধ্যে কেবল দৈহিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীতা অন্তর্ভুক্ত থাকায় বাকি ১০ ধরনের প্রতিবন্ধীতায় আক্রান্ত সন্তানেরা পারিবারিক পেনশন প্রাপ্যতা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

Problem Tree (সমস্যা বিশ্লেষণ চিত্র):

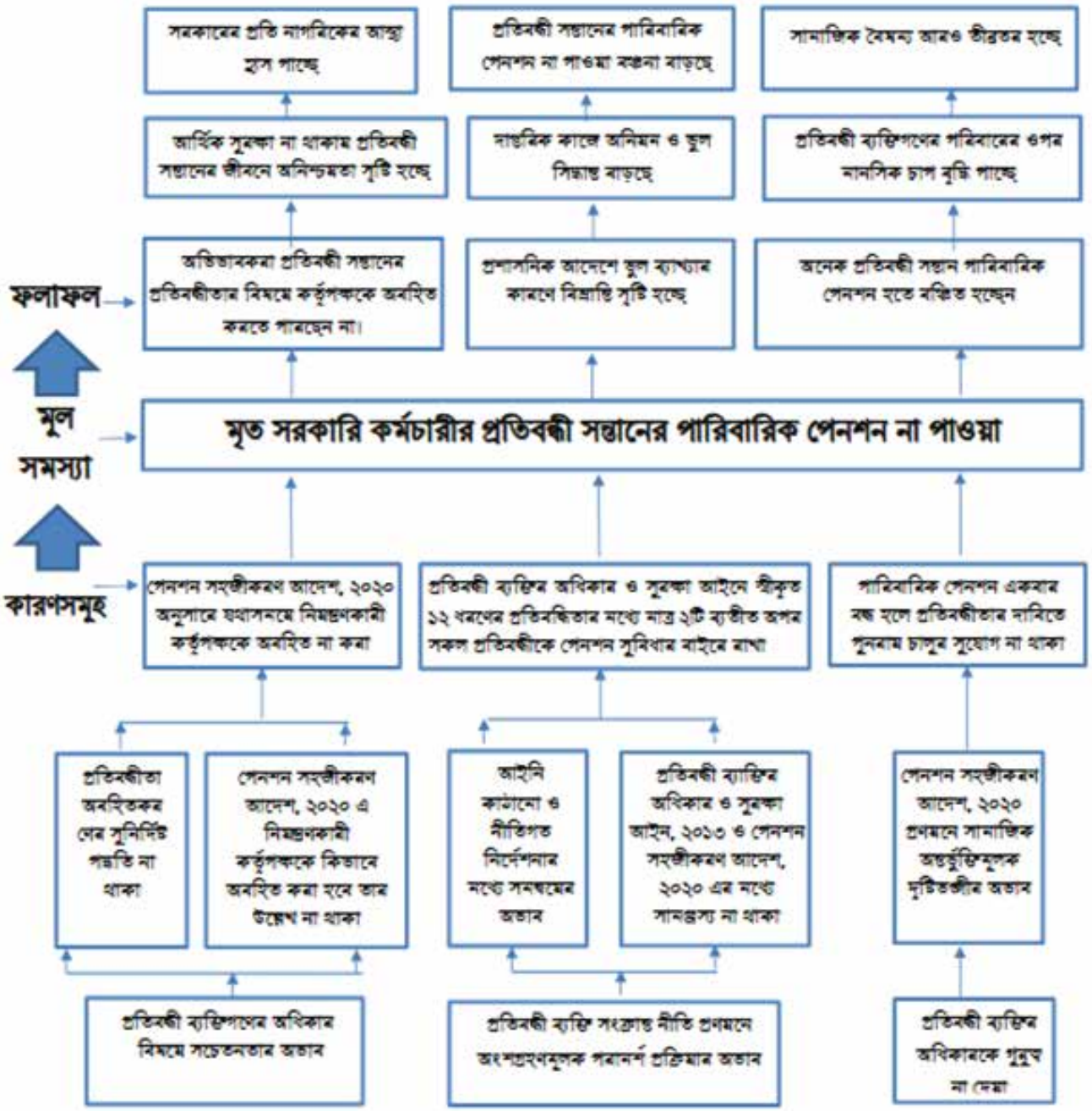

২. সংস্কার উদ্যোগের বর্ণনা (Wayout & Result)

সমস্যা সমাধানের উপায়:

- iBAS++ প্ল্যাটফর্মে উপযুক্ত প্রমাণকসহ সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য প্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। কর্মচারী চাকরিরত বা পেনশনভোগী অবস্থায় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এ তথ্য প্রদান করবেন, যা প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে পারিবারিক পেনশন আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে।
- পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ সংশোধন করে iBAS++ প্ল্যাটফর্মে প্রতিবন্ধী সন্তানের সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্তি এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ এ বর্ণিত ১২ ধরনের প্রতিবন্ধীতা পারিবারিক পেনশনের আওতায় আনা।

ফলাফল:

- সরকারি কর্মচারীর প্রদত্ত তথ্যের আলোকে তার প্রতিবন্ধী সন্তানের অনুকূলে যথাসময়ে পারিবারিক পেনশন প্রদান করা।
- মৃত সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য আজীবন পারিবারিক পেনশন প্রদানের মাধ্যমে তাদের জীবন ও জীবিকার সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৩. সংস্কার উদ্যোগের প্রস্তাবিত পরিসংখ্যান:

(ক) পাইলট সংস্কার উদ্যোগের শিরোনাম:

- সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পারিবারিক পেনশন প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ।

(খ) কোন প্রতিষ্ঠান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করবে:

- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

(গ) কোথায় পাইলটিং হবে?

- চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইনান্স অফিসার (সিএএফও)-এর কার্যালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়

পাইলটিং বিবেচনার যৌক্তিকতা কী?

চিফ অ্যাকাউন্টস এন্ড ফাইনান্স অফিসার (সিএএফও)-এর কার্যালয় হলো অর্থ বিভাগের আওতাধীন হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের অধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর, যা সরকারি হিসাব, পেনশন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত। এ কার্যালয়ে iBAS++ ব্যবহৃত হয়, এর ফলে আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান দ্রুত বাস্তবায়ন করা সম্ভব। প্রতিবন্ধী সন্তানের পেনশন সংক্রান্ত নির্দেশনা বাস্তবে কিভাবে কার্যকর হয়, তা পর্যালোচনার জন্য এই কার্যালয় একটি উপযুক্ত পরীক্ষণ ক্ষেত্র। এছাড়া সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের পেনশনের আবেদন এ কার্যালয়ে দাখিল করা হয়ে থাকে। ফলে সুনির্দিষ্ট কেস স্টাডি বা দৃষ্টান্তভিত্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক তথ্য ও ফিডব্যাক সংগ্রহ করা সম্ভব, যা নীতিগত উন্নয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

(ঘ) পাইলটিং-এর সম্ভাব্য শুরুর তারিখ:

- ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫

(ঙ) পাইলটিং-এর সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ:

- ১১ ডিসেম্বর ২০২৫

(চ) পাইলটিং এর ফলে কতজন ব্যক্তির উপকার হবে?

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৫,৪৯,৭৪৭ জন সরকারি কর্মচারী ও ৯,২৭,৯৩৩ জন পেনশনারসহ মোট ২৪,৭৭,৬৮০ জন ব্যক্তির প্রতিবন্ধী সন্তানগণ প্রস্তাবিত এ সংস্কার উদ্যোগের প্রত্যক্ষ সেবাগ্রহীতা (iBAS++, 2025) এই উদ্যোগের আওতায় প্রাথমিকভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪টি বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধস্তন দপ্তরের প্রায় ৩০ হাজার কর্মচারী ও পেনশনারকে অন্তর্ভুক্ত করলে, একদিকে যেমন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেবাগ্রহীতাকে পাইলট কার্যক্রমের আওতায় আনা যাবে, অন্যদিকে অর্থ বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কার্যক্রমটি সুচারুভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

৪. পাইলট বাস্তবায়নের সাথে কারা-কারা সম্পৃক্ত হবেন এবং তাদেরকে কীভাবে কাজে লাগানো যাবে?

অংশীজন	সম্পৃক্ততার ধরণ ও কাজ
অর্থ বিভাগ	সংশ্লিষ্ট বিধি/আদেশ সহজীকরণে সহায়তা। পাইলট বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি। সংশ্লিষ্ট বিধি/আদেশের ব্যাখ্যা প্রদান ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা দূরীকরণে সহায়তা।
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রতিবন্ধী সনদ যাচাইয়ের জন্য API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা।
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	আবেদনকারীর কর্মক্ষমতা ও উপার্জনে অক্ষমতা নির্ধারণে চিকিৎসা সনদ API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ।
স্থানীয় সরকার বিভাগ	আবেদনকারীর জন্মনিবন্ধন/উত্তরাধীকারী সনদ API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ।
সিজিএ কার্যালয়	পেনশন অনুমোদনের চূড়ান্ত প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন এবং প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য যাচাইয়ে সহায়তা।
সিএএফও কার্যালয়	প্রতিবন্ধী সন্তানের পেনশনের জন্য iBAS++ প্লাটফর্মে দাখিলকৃত প্রমাণক যাচাই এবং পরবর্তী পদক্ষেপে দিকনির্দেশনা প্রদান।
iBAS++ কারিগরী টিম/ SPFMS কর্মসূচি	পেনশন আবেদনের ডিজিটাল ফরম/মডিউল তৈরি। প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য সংযোজনের প্রযুক্তিগত উপায় নিশ্চিত করা। পাইলট পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা।
সরকারি কর্মচারী/ পেনশনার ও পরিবার	সঠিকভাবে আবেদনপত্র পূরণ ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি দাখিল। প্রতিক্রিয়া/ফিডব্যাক প্রদান, যাতে প্রক্রিয়ার ঘাটতি চিহ্নিত করা যায়।

৫. পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে বিভিন্ন ধরনের রিসোর্স কীভাবে কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে? (Resource Mobilization)

রিসোর্সের ধরণ	দপ্তর	রিসোর্স কী প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে
মানবসম্পদ	সিএএফও, অর্থ মন্ত্রণালয়	পাইলট সংস্কার বাস্তবায়ন।
	সিজিএ কার্যালয়	প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান।
	SPFMS কর্মসূচি	পাইলট পর্যায়ে প্রযুক্তিগত সহায়তা ও ব্যবস্থাপনা।
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রতিবন্ধিতা সংক্রান্ত সনদ যাচাই ও সহায়তা।
	অর্থ বিভাগ	পাইলট বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক আদেশ জারি ও সার্বিক তত্ত্বাবধান।
প্রযুক্তিগত রিসোর্স	iBAS++ কারিগরী টিম	প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য সংযোজনের প্রযুক্তিগত উপায় নিশ্চিত করা।
	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	প্রতিবন্ধী সনদ যাচাইয়ের জন্য API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ নিশ্চিত করা।
	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	চিকিৎসা সনদ যাচাইয়ের জন্য API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ নিশ্চিত করা।
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	জন্মনিবন্ধন/উত্তরাধীকারী সনদ যাচাইয়ের জন্য API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাইকরণ।
প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা উন্নয়ন	অর্থ বিভাগ	সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন।
	SPFMS কর্মসূচি	প্রশিক্ষণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কারিগরী ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে দায়িত্ব পালন।
আর্থিক রিসোর্স	অর্থ বিভাগ	প্রশাসনিক অনুমোদন ও সার্বিক তত্ত্বাবধান।
	SPFMS কর্মসূচি	কর্মশালা আয়োজনে/ পাইলট সংস্কার বাস্তবায়নে আর্থিক দায়িত্ব পালন।
মূল্যায়ন ও মনিটরিং রিসোর্স	সিএএফও কার্যালয়	পাইলট সংস্কার বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত।
	সিজিএ কার্যালয়	পাইলট সংস্কার কার্যক্রম মূল্যায়ন ও মনিটরিং।
	অর্থ বিভাগ	পাইলট সংস্কার সার্বিক মূল্যায়ন ও মনিটরিং।

৬. সংস্কার উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম (Details of Activities)

ক্রম	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী	বাস্তবায়নকাল	মন্তব্য
০১	সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের পারিবারিক পেনশন প্রদানে মূল কারণ (Root Cause) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিকরণে সভা আয়োজন	অর্থবিভাগ/সিজিএ	২১-২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫	আইনি ও প্রশাসনিক ব্যত্যয় চিহ্নিকরণ
০২	সংশ্লিষ্ট বিধি/আদেশ সহজীকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ।	অর্থবিভাগ	২৮ সেপ্টেম্বর-৩০ অক্টোবর ২০২৫	সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মতামত গ্রহণ
০৩	iBAS++ প্লাটফর্মে সন্তানের তথ্য সংযোজনের জন্য সফটওয়্যার কাস্টোমাইজেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন	অর্থবিভাগ/ SPFMS কর্মসূচি	২৮ সেপ্টেম্বর-১৬ অক্টোবর ২০২৫	iBAS++ টিমের সাথে কারিগরি সভা
০৪	প্রতিবন্ধী সনদ যাচাইকরণে API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাই পদ্ধতি নির্ধারণ	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	১৯ অক্টোবর - ৩০ অক্টোবর ২০২৫	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা
০৫	কর্মক্ষমতা/অক্ষমতা নির্ধারণ সংক্রান্ত চিকিৎসা সনদ যাচাইয়ে API সংযোগ/ম্যানুয়াল যাচাই পদ্ধতি নির্ধারণ	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৯ অক্টোবর - ৩০ অক্টোবর ২০২৫	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা
০৬	জন্মনিবন্ধন/উত্তরাধীকারী সনদের API সংযোগ বা ম্যানুয়াল যাচাই পদ্ধতি নির্ধারণ	স্থানীয় সরকার বিভাগ	১৯ অক্টোবর - ৩০ অক্টোবর ২০২৫	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা
০৭	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন ও প্রশিক্ষণ	অর্থবিভাগ/সিজিএ	২৬ অক্টোবর - ০৬ নভেম্বর ২০২৫	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত ও প্রশিক্ষক মনোনয়ন
০৮	প্রতিবন্ধী সন্তানের তথ্য সম্বলিত ফরম এর ডিজিটাল সাবমিশন সিস্টেম উন্নয়ন ও পরীক্ষা	SPFMS কর্মসূচি	০২-১৩ নভেম্বর ২০২৫	ব্যবহারকারীদের মাধ্যমে প্রাথমিক ট্রায়াল সম্পাদন
০৯	আবেদন গ্রহণ ও পাইলট কার্যক্রম শুরু	সিএএফও (অর্থ মন্ত্রণালয়)	১৬-২০ নভেম্বর ২০২৫	পূর্বনির্ধারিত কর্মচারী ও কেসভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ
১০	যাচাইকরণ ও ফিডব্যাক/ সার্ভিস রেটিং সংগ্রহ	সিজিএ/সিএএফও (অর্থ মন্ত্রণালয়)	২৩-২৭ নভেম্বর ২০২৫	জটিলতা সনাক্তকরণ
১১	সমস্যার সমাধানে রিভিউ সভা ও সিস্টেম ফাইন-টিউনিং	অর্থবিভাগ/ সিজিএ	৩০ নভেম্বর-০৪ ডিসেম্বর ২০২৫	কার্যকারিতা মূল্যায়ন ও
১২	চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত ও মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন	সিজিএ/ সিএএফও (অর্থ মন্ত্রণালয়)	০৭-১১ ডিসেম্বর ২০২৫	ভবিষ্যতে সম্প্রসারণ পরিকল্পনা গ্রহণ
১৩	জাতীয় পর্যায়ে সম্প্রসারণের সুপারিশ	অর্থবিভাগ/ সিজিএ	১৪-১৮ ডিসেম্বর ২০২৫	রোলআউট পরিকল্পনা গ্রহণ

৭. পাইলট সংস্কার উদ্যোগটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, এর বন্ধ হওয়া রোধ করা, অভীষ্ট গ্রুপের নিকট এটিকে জনপ্রিয় করা, মনিটরিং কার্যক্রম এবং এর রেপ্লিকেট/রোলিং আউটসহ টেকসইকরণ বিষয়ে কী কী কৌশল গ্রহণ করা হবে?

উদ্যোগ	কৌশল	বর্ণনা
পাইলট উদ্যোগটি এগিয়ে নেয়া	নেতৃত্ব প্রদান ও সমন্বয়	একটি ডেডিকেটেড টিম গঠন, যাতে পাইলট উদ্যোগের প্রতিটি ধাপ মনিটর ও অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিজিএ কার্যালয় এবং সিএএফও কার্যালয়ের সমন্বয়ে Co-creation করা সম্ভব হয়।
	বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা	কার্যক্রম, সময়সীমা ও দায়িত্ব বিভাজন স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে বাস্তবায়ন।
	রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান	সম্ভাব্য বাধা, দেরি বা জটিলতা মোকাবেলায় বিকল্প পরিকল্পনা প্রস্তুত রাখা।
পাইলট উদ্যোগ বন্ধ হওয়া রোধ করা	অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত	প্রতি মাসে অর্থ বিভাগে রিপোর্ট পাঠানো ও প্রতিবেদন প্রকাশ।
	শীর্ষপর্যায়ের সম্পৃক্ততা	অতিরিক্ত সচিব (প্রবিধি)-এর নেতৃত্বে হাই-লেভেল মনিটরিং কমিটি গঠন করা।
	প্রতিবন্ধকতা শনাক্ত ও দ্রুত সমাধান/Experiential learning	সমস্যা শুনে তাৎক্ষণিক সমাধানের ব্যবস্থা রাখা (প্রেসক্রিপটিভ ফিডব্যাক গ্রহণ)।
	এসডিজি এর সাথে সম্পৃক্ততা	এসডিজি 10.2: প্রতিবন্ধীসহ সকলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধি- অর্জনের সাথে এ উদ্যোগকে মিলিয়ে গুরুত্ববহ করা।
পাইলট উদ্যোগটি অভীষ্ট গ্রুপের নিকট জনপ্রিয় করা	সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ	সরকারি কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পোস্টার-লিফলেট প্রস্তুত করা।
	হেল্পডেস্ক স্থাপন	সিএএফও (অর্থ মন্ত্রণালয়)-এর কার্যালয়ে সহায়তা ডেস্ক স্থাপনের মাধ্যমে সেবা প্রদান।
	Mobile SMS/Email Alert	আবেদন গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদনের স্ট্যাটাস জানানো।
মনিটরিং ও মূল্যায়ন	মাসিক রিভিউ সভা	সিএএফও এর বাস্তবায়ন টিম, সিজিএ, অর্থ বিভাগ ও iBAS++ এর সমন্বয়ে সভা আয়োজন।
	ফিডব্যাক সংগ্রহ	ভুক্তভোগী ও কর্মকর্তা উভয়ের কাছ থেকে লিখিত বা ডিজিটাল ফিডব্যাক
	সার্ভিস রেটিং চালু করা	সার্ভিস রেটিং চালু করে সেবার মান পরিমাপ করা।
রেপ্লিকেশন/ রোলিং আউট ও টেকসইকরণের কৌশল	Knowledge Codification	পাইলট প্রকল্পের শিক্ষণীয় দিক ও সাফল্য সংরক্ষণ করে প্রতিবেদন তৈরি।
	নীতি পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তি	সরকারি কর্মচারীগণের পেনশন সহজীকরণ আদেশ, ২০২০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনের প্রস্তাব আনয়ন।
	ফিচার সংযোজন	আবেদন গ্রহণ/যাচাইয়ের জন্য iBAS++ এ মডিউল সংযোজন।
	কার্যক্রম সম্প্রসারণ	অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে রোলআউট প্ল্যান অনুযায়ী কার্যক্রম সম্প্রসারণ।

০৮. উপসংহার:

সরকারি কর্মচারীর প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য পারিবারিক পেনশন প্রক্রিয়া সহজীকরণ সংস্কার উদ্যোগটি বাস্তবায়িত হলে এ প্রক্রিয়াটি হবে সহজ, স্বচ্ছ ও ডিজিটালাইজড। এর ফলে প্রতিবন্ধী সন্তানরা দ্রুত ও ঝামেলাহীনভাবে পেনশন সুবিধা পাবে, যা এসডিজি টার্গেট 10.2-এর অন্তর্ভুক্ত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশের সমতাভিত্তিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। এটি অর্থ বিভাগ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, সিজিএ কার্যালয় এবং সিএএফও কার্যালয়ের সমন্বয়ে একটি co-creation উদ্যোগ, যা বহুমাত্রিক সহযোগিতা ও উদ্ভাবনী সমাধানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে।

শব্দ সংক্ষেপ

AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
DB	Defined Benefit
DC	Defined Contribution
ELPC	Expected Last Pay Certificate
iBAS	Integrated Budget and Accounting System
IMF	International Monetary Fund
NOC	No Objection Certificate
SPFMS	Strengthening Public Financial Management Systems
SWOT	Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats

118th Senior Staff Course

Enabling RIOs to Bring Changes through Leadership

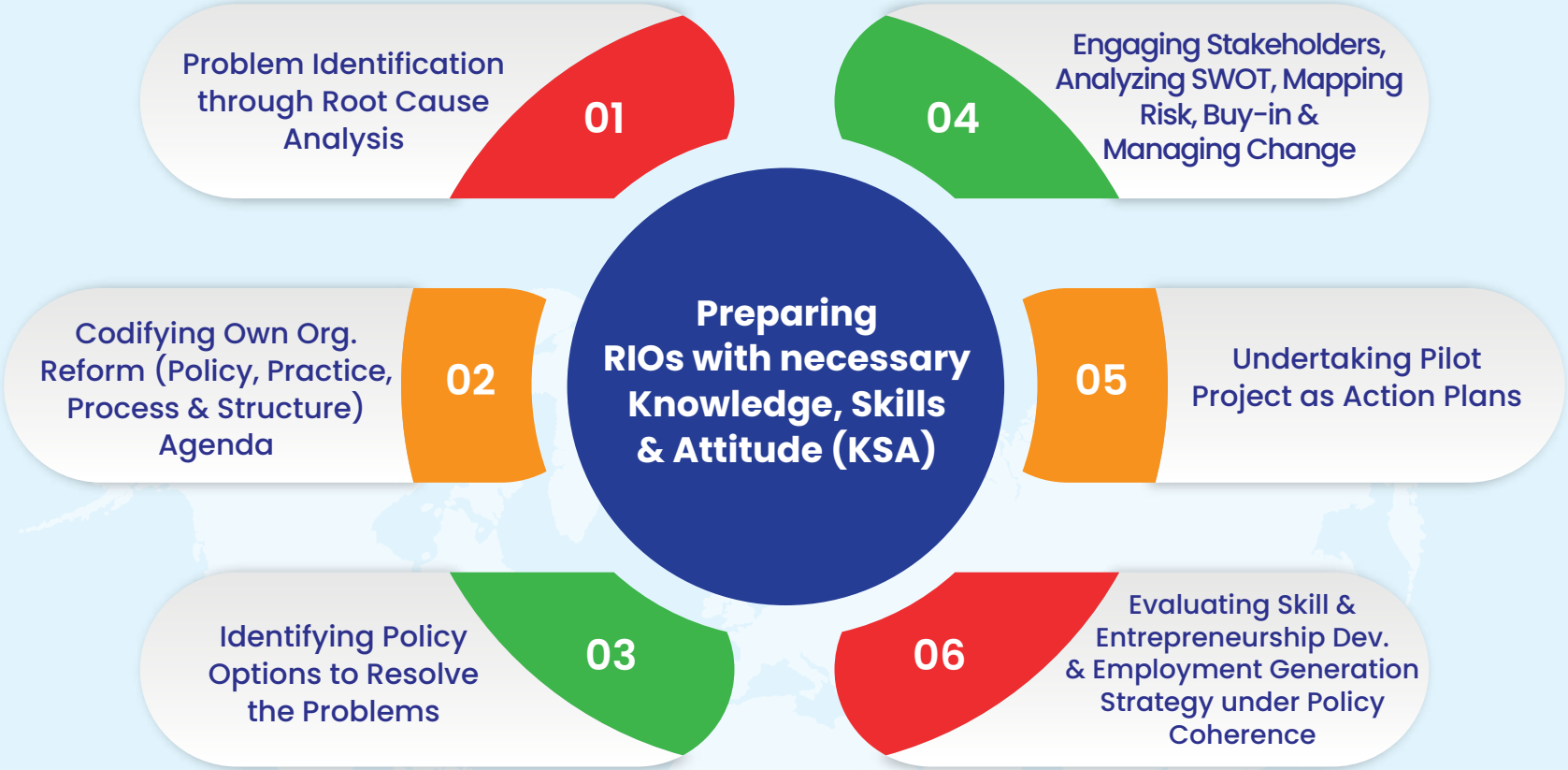

"A civil servant's signature is not power—it is responsibility"

BPATC

অর্থ বিভাগ